চন্দ্রকায়া

মম সাহা (বিষাদিনী)

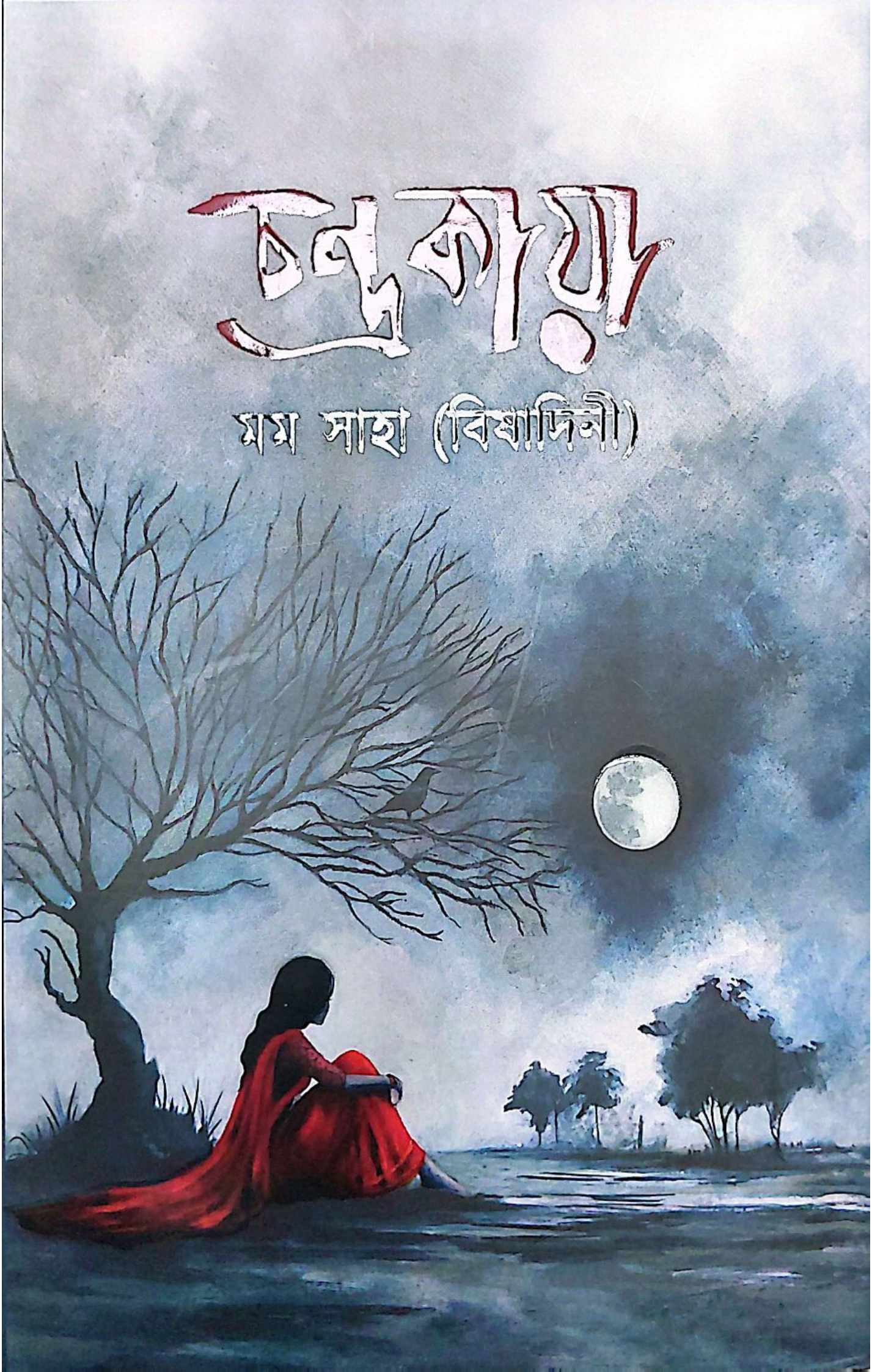

কুমুদ প্রথমে কিছুটা ভয় পেলেও পরক্ষণেই সাহসিকতার সাথে জিজ্ঞেস করল, "কে?"

ওপাশ থেকে তখন মন্ত্রমুগ্ধের মতন প্রেমিক পুরুষ বলে উঠল, "কুমুদিনী, আমি। একটু খুলবেন কি এই অভিমানের জানালাখানা? মুখটুকু দর্শন না করলে ঘুম হবে না যে!"

বুকের ভেতর অদৃশ্য হৃৎপিণ্ডটার শব্দ বেড়ে গেল দ্বিগুণ। সারা বিকেল যে শূন্যতাটা পুরো ব্যথায় জর্জরিত শরীরটাকে গ্রাস করে রেখেছিল, হুট করেই কিছু শব্দের ব্যবধানে সেই শব্দ জাদুর মতন গায়েব হয়ে গেল। কুমুদ ছুটে এসেই জানালাটা খুলল শান্ত হাতে। আকাশে জোছনা নেই। থাকলে হয়তো দক্ষিণের জানালা দিয়ে সে এসে হামাগুড়ি দিত তার পায়ের কাছে। আলিঙ্গন করে নিত এই প্রেম মুহূর্তের সবটুকু দৃশ্যকে।

কুমুদের চোখে জল জমেছে। বিনা কারণে মিথ্যে রাগ জড়িয়ে প্রশ্ন ছুড়ল, "এখানে কী? তাও এত রাতে?"

রবী হাসল কোমল ঠোঁটগুলো বাঁকিয়ে। টর্চ লাইটটা জ্বালিয়ে সেটার ওপর হাত রাখল আলোর উজ্জ্বলতা কমিয়ে আনতে। তারপর কুমুদের শুকনো মুখটির দিকে তাকিয়ে বলল, "দেখা দেননি যে! অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। না দেখলে ঘুম আসে না তো।"

কুমুদের জল জমা চোখ হেসে ওঠে লজ্জায়। লজ্জা লুকানোর আপ্রাণ চেষ্টা করে মেয়েটি, "এত দেখতে হবে না। লোকে জানলে কী হবে, বলো তো? মাইর খাওয়াব নাকি? রাতের বেলা এখানে এসেছ যে?"

"আমি নির্দ্বিধায় তা খেতে রাজি। আপনাকে দেখার অপরাধে ফাঁসি হলে, আমি গলা পেতে নিব সেই দড়ি, তবুও দেখার লোভ কেমন করে ছাড়ি?"

কুমুদ মুখ ভেংচায়, "বড়ো কবি হচ্ছ নাকি? মাইর খেলে ভূত নেমে যাবে।"

"নামুক ভূত, কিংবা কপালে আসুক শনি। আপনি বললে, আমি মরতে রাজি এক্ষুনি, এক্ষুনিই।"

সাদিতউজ্জামান

চন্দ্রকায়া

মম সাহা (বিষাদিনী)

চন্দ্রকায়

মম সাহা (বিষাদিনী)

এখন ভরা বৈশাখ মাস।

আম-কাঁঠালের উঁকিঝুঁকি পাতার ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাচ্ছে। বিলের জল শুকিয়ে গিয়ে হাঁটু সমান প্রায়। মাঠঘাট শুকনো চৌচির। গরমে নাজেহাল অবস্থা মানুষের। আর সেই নাজেহাল অবস্থাকে আরও নাস্তানাবুদ করতে শেখ বাড়িতে তৃতীয় বউটির আগমন ঘটল।

বাবার তৃতীয় স্ত্রীকে দেখে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কুমুদ। তার মা বসে আছেন আঁচলে মুখ চেপে। বড়োমা বিড়বিড় করে শাপ ছুড়ছেন আর কাঁদছেন। পাড়া-প্রতিবেশীরা কিলবিল করছে বাড়ি জুড়ে। নিজের মেয়ের চেয়েও কম বয়সি মেয়েটিকে বিয়ে করতে গফুর শেখ দুবার ভাবেননি, ব্যাপারটা নিয়ে সকলেই হতাশ। ছেলে বিয়ে করানোর বয়সে কিনা নিজেই আরও একটি বিয়ে করলেন! এমন প্রশ্ন সকলের চিন্তা জুড়ে থাকলেও কেউ জিজ্ঞেস করার সাহসটুকু করল না। কেই-বা যেচে-পড়ে নিজের পায়ে কুড়াল মারতে চায়?

গফুর শেখ বিয়ে করে বাড়িতে বউ রেখেই কোথায় যেন গিয়েছেন। যাওয়ার আগে অবশ্য নিজের দুই স্ত্রীকে বারবার সাবধান করে গিয়েছেন— নতুন বউয়ের যেন কোনো সমস্যা না হয়। স্ত্রী দুজনই আবার স্বামীভক্ত, তাই নতুন বউকে তাঁরা কিছু বললেন না, কিন্তু হাউমাউ করে মরাকান্না জুড়ে দিলেন ঠিকই।

মাকে লুকিয়ে কুমুদ নতুন বউয়ের ঘরে গেল। চোখমুখ মেয়েটার শুকনো। অনেকক্ষণ বোধ হয় কিছু খায়নি। কুমুদের গাঢ় কাজল লেপটানো, ডাগর ডাগর নয়নে অসন্তুষ্টি ভাব। তবুও কৌতূহল অন্তরে। বিচক্ষণ বাবার এহেন কর্মকাণ্ড কোন কারণে, তা জানার তীব্র ইচ্ছে বুকে। তাই সুযোগ পেতেই দৃঢ় কণ্ঠে শুধাল, "নাম কী?"

নতুন বউ অবশ্য এতক্ষণ কুমুদকে খেয়াল করেনি। তাই হঠাৎ কণ্ঠ পেয়ে চমকে উঠল। বিব্রত নয়নে তাকাল কুমুদের দিকে। অস্বস্তি ভরা কণ্ঠে জবাব দিলো, "কানন।"

"তা আমার আব্বার যে দুই দুইটা বউ আর তিন তিনটা পোলাপান আছে জানতে না? তারপরও সব ঘাট রেখে এই ঘাটে এসে মরলে কেন?"

কাননের চোখমুখে সংশয় দেখা দিলো। সে ঢোক গিলছে বারবার। ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, "একটু পানি দিবেন?"

এমন প্রশ্নের বিপরীতে এহেন বাক্য কুমুদ আশা করেনি। কিন্তু মেয়েটার পানি চাওয়ার ভঙ্গিতে তার মায়া লাগল। তাই ধীর কণ্ঠে ডাকল বাড়ির কাজের মহিলাটিকে, "আমেনার মা, নতুন বউকে পানি দাও।"

আমেনার মা উপস্থিত হয়ে গেলেন মিনিট দুইয়ের মাঝেই। হাতে স্টিলের গ্লাস ভরতি পানি। বিরক্ত ভঙ্গিতে এগিয়ে দিলেন নতুন বউয়ের দিকে। পানি পেতেই নতুন বউ গোগ্রাসে গিলতে লাগল। যেন বহু জনমের পিপাসা মিটিয়ে ফেলবে আজ। কুমুদ বুঝল, মেয়েটির পেটে খিদে আছে। তাই সে আমেনার মায়ের উদ্দেশে বলল, "রান্না হয়েছে?"

আমেনার মায়ের কুঁচকানো কপাল সমতল হলো। পান খেয়ে লাল করে রাখা দাঁতগুলো দেখিয়ে গদগদ একটা হাসি দিলেন তিনি। বললেন, "খিদা লাগছে আপনের? ডাইল-ভাত নামাইছিলাম খালি। এর মইদ্যেই তো আপনের আব্বা..."

আমেনার মাকে কথা শেষ করতে দিলো না কুমুদ। থামিয়ে দিলো মাঝেই। রাশভারী কণ্ঠে বলল, "এক টুকরো মাছ ভাজো। তারপর ভাত নিয়ে আসো। নতুন বউয়ের মনে হয় খিদে পেয়েছে।"

কুমুদের কথা শুনে অবাক হলেন আমেনার মা। যেখানে পুরো গ্রাম বিস্মিত গফুর শেখের বিয়ে নিয়ে, সেখানে কিনা তাঁরই মেয়ে বাপের বিয়ে করা নতুন বউকে এত খাতির-যত্ন করছে! আমেনার মায়ের বিস্ময় বেরিয়ে এলো কথার শব্দে, "কী কন এডি!"

"যা বলেছি তা করো। আব্বা এসে যদি শুনে তুমি আমার কথা শোনো নাই, জানোই তো কী হবে! যাও।"

আমেনার মা মুখ কালো করে চলে গেলেন। কুমুদ ভালো করেই জানে, এই চলে যাওয়ার ঘটনা তিল থেকে তাল হয়ে ছড়াবে।

আমেনার মা যেতেই নতুন বউ বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। নির্ভয়ে এসে দাঁড়াল কুমুদের সামনে। তারপর হুট করে কুমুদকে জড়িয়ে ধরে প্রফুল্ল কণ্ঠে বলল, "আপনে তো ম্যালা ভালা! হুনছিলাম সৎ পোলাপাইন নাকি খারাপ হয়। কই, আপনে তো খারাপ না।"

কুমুদ চমকাল। নতুন বউ বোকা নাকি খুব চালাক তা নিয়ে সংশয়ে পড়ল। তাছাড়া হুট করে আসা এই নতুন বউয়ের আলিঙ্গনও তার কাছে অস্বস্তিকর লাগছে।

গ্রামের নাম নোঙরগাঁ। সেই গ্রামের সচ্ছল পরিবারগুলোর একটি হলো কুমুদদের পরিবার। তার বাবা সদরে ব্যাবসা করেন। ব্যাবসার জন্য প্রায়ই বাড়ির বাইরে থাকেন। গফুর শেখের দুই স্ত্রী, বর্তমানে কানন-সহ হলো তিনজন। প্রথম স্ত্রী চম্পাকলির ঘরে এক পুত্র, কিংবা বলা যায় পরিবারের বড়ো সন্তান চমক শেখ। তারপর দ্বিতীয় স্ত্রী, কুমুদের মা—কাজলী। কাজলীর দুই মেয়ে; কুমুদ ও ডুমুর। আর বাড়িতে দীর্ঘদিনের পুরোনো কাজের মহিলা আমেনার মা। ছোটোবেলা থেকে সবাই তাঁকে আমেনার মা বলে ডাকে। কেন বলে কিংবা তাঁর আমেনা নামের আদৌ কোনো মেয়ে আছে কি-না সেটা কেউই জানে না। তিনি এ বাড়িতেই থাকেন। বাড়িতে মোট সদস্য ছিল সাতজন, এখন হলো আটজন। গফুর শেখের নাম আছে এলাকায়। সদরে ব্যাবসা করা চারটিখানি কথা নয়। অথচ বহুদিন যাবৎ সেই অসম্ভব কঠিন কাজটিই করছেন তিনি। তাই সবাই তাঁকে বেশ শ্রদ্ধা ও সম্মান করে। তাঁর নামে কোনো খারাপ কথা নেই, কেবল আজকের বিস্ময়কর ঘটনাটি ছাড়া।

সূর্যের তেজ নেমে এলো বেলা গড়াতেই। গাছের ছায়াগুলো অদৃশ্য প্রায়। এতেই বোঝা গেল, বিকেলের বিদায়ের ঘণ্টাধ্বনি বাজছে চারপাশে। ডুমুর এতক্ষণ পড়ছিল তার পড়ার ঘরটায়। টিনের ছোটো ঘরটা তার পড়ার জন্য বানানো হয়েছে। তার কথামতো ঘরের সবকিছু করা হয়েছে। পড়ার টেবিল বরাবর একটি জানালাও কাটা হয়েছে। সে জানালা দিয়ে একপাশের ঘন জঙ্গল এবং আরেক পাশের খোলা নদী দেখা যায়। ওখানে রয়েছে সারি সারি নৌকা। প্রকৃতি দেখে পড়লে নাকি ওর পড়া দ্রুত মুখস্থ হয়। সেজন্য এমনভাবে ঘরটা তোলা।

সূর্য প্রায় আধডুবো হতেই হাতে হারিকেন জ্বালিয়ে ডুমুরের পড়ার ঘরে উপস্থিত হলো কুমুদ। পরনে তার জলপাই রঙের শাড়ি। চোখে বরাবরের মতন কাজল দেওয়া। ডুমুর তখন গিয়েছে হাত-মুখ ধুতে। ঘরে বসে আছে ডুমুরের শিক্ষক, রবী। কুমুদ গিয়ে ব্যস্ত হাতে হারিকেনটা রাখল টেবিলে। রবী তখন ঝিমাচ্ছিল। হারিকেন রাখার শব্দে তার তন্দ্রায় কিঞ্চিৎ বাধা পড়ল।

"ঘুমাচ্ছিলে বুঝি?"

কুমুদের প্রশ্নে বোকা হাসল রবী, "একটু চোখ লেগেছিল।"

"ঘুমাওনি রাতে?"

রবী প্রত্যুত্তরে মাথা ডানে-বামে নাড়ল। বলল, "না।"

"আমাদের বাড়িতে এসে এই মুহূর্তে কারও ঘুম পাচ্ছে, ব্যাপারটা আশ্চর্যের।"

কুমুদের কথায় রবী ড্যাবড্যাব করে চাইল, "আশ্চর্যের কেন?"

বিস্ময়ে চোখ বড়ো বড়ো হলো কুমুদের, "আশ্চর্যের না? পুরো গ্রাম জুড়ে আমার আব্বার বিয়ের খবর ছড়িয়ে পড়েছে, সেখানে তুমি এসে ঝিমাচ্ছ কোনো আগ্রহ না দেখিয়ে, আশ্চর্যের না ব্যাপারটা?"

কুমুদের কথা বোধগম্য হলো রবীর। সে গা-ছাড়াভাবে বলল, "ওহ। এটা আপনাদের পারিবারিক ব্যাপার। আমার আগ্রহ দেখিয়ে কী লাভ!"

কুমুদ 'কী লাভ' প্রশ্নটুকুর জবাব দিতে পারল না। তন্মধ্যেই ঘরের দরজায় উপস্থিত হলো ডুমুর। বেশ সম্মানের সাথে সালাম দিলো মাস্টারকে। তারপর রুক্ষ কণ্ঠে ডাকল কুমুদকে, "আম্মা তোমায় ডাকে, বুবু। তাড়াতাড়ি আসো।"

কুমুদ বোনের কথায় ভ্রু কুঞ্চিত করল, "কেন ডাকে?"

"তুমি গেলেই জানতে পারবে।"

কুমুদ আর অপেক্ষা করল না। প্রস্থান নিল মুহূর্তেই। পেছন পেছন গেল ডুমুরও। যেতে যেতে আবার মাস্টার মশাইকে বলে গেল, "একটু অপেক্ষা করেন, মাস্টার মশাই। আসছি আমি।"

ঘরের কোনায় চৌকিটাতে বসে কাঁদছেন চম্পাকলি। তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন আমেনার মা। চৌকির উলটো কোনায় বসে আছেন কাজলী। কুমুদ ঘরে প্রবেশ করতেই কান্না বাড়ল চম্পাকলির। আহাজারি করে বললেন, "কুমুদরে, ও কুমুদ, তুই বুঝি আমার কপাল পুড়াইলিরে। তুই

কেমনে তোর আব্বারে বিয়া করার লাইগ্যা উসকানি দিলি! কেমনে পারলি রে!"

বড়োমার আহাজারিতে ভ্যাবাচেকা খেল কুমুদ। হতভম্ব কণ্ঠে বলল,

"কী বলছ, বড়োমা?"

চম্পাকলি এবার চট করে উঠে দাঁড়ালেন। ছুটে এলেন কুমুদের সামনে। হেঁচকি উঠে গেছে তাঁর, "তুই কেমনে তোর বাপরে আরেকটা বিয়া করার লাইগ্যা কইতে পারলি? কেমনে? তোর দুই দুইডা আম্মা থাকার পরও তোর আরও লাগব? তাও তোর চেয়ে ছোডো বয়সের মাইয়্যা। হায় হায়রে, কচি মাগি আনছে বাইত। আমাগোরে আর দেখব তোর বাপে? দেখব না। বেডা মানুষ নতুন মাগির খোঁজ পাইলে আর পুরানের দিকে ফিইরা চায়? চায় না।"

"আস্তে কথা বলো, বড়োমা। মাস্টার সাব আসছে। যা বলার আস্তে-ধীরে বলো। আমি জানতাম আব্বা বিয়ে করবে সেটা তোমাকে কে বলল?"

চম্পাকলির আহাজারি এবার গোঙানিতে রূপ নিল। উঠে এলেন কাজলী। চোখমুখ তাঁর ফুলা। রাশভারী কণ্ঠে তিনি মেয়েকে শুধালেন, "তুই নাকি জানতি তোর আব্বায় যে আরেকটা বিয়া করব?"

কুমুদের কাছে এবার ব্যাপারটা পরিষ্কার। আমেনার মা যে তিলকে তাল না বানিয়ে তরমুজ বানিয়ে ফেলেছেন তা আর বোঝার বাকি রইল না তার। তাই সে সাবলীলভাবে জিজ্ঞেস করল, "আর সে কথাটা আমেনার মা বলেছে তোমাদের, তাই তো?"

প্রশ্নটা করেই আমেনার মায়ের দিকে শক্ত চোখে তাকাল কুমুদ। আমেনার মা এবার চোখ নামাল। আমতা-আমতা করে বলল, "না তো, আমি কিছু কই নাই।"

"আপনি কন নাই তো কে কইছে? আপনিই তো কইলেন কুমুদ নাকি সব জানে। কুমুদ নতুন বউরে চেনে। বিয়ার কথাও জানত।"

কাজলীর একের পর এক বাক্যে আমেনার মা দিশেহারা হয়ে গেলেন। কাজ আছে বলেই ছুটলেন রান্নাঘরে।

কুমুদ দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ঘটনা তার কাছে স্বচ্ছ। পানি চাওয়া আর ভাত দিতে বলার ঘটনা যে এত বড়ো হয়ে গেছে তা বোঝার বাকি রইল না বাকিদের কাছেও। কুমুদ তপ্ত নিঃশ্বাস ফেলে বড়োমার বাহুতে হাত রাখল। সান্ত্বনার স্বরে বলল, "আব্বার বিয়ের ব্যাপারে আমি কিছু জানতাম না,

জোনাকির স্রোতে ভেসে যাচ্ছে রাত। শিক বিহীন জানালার কোল ঘেঁষে জোছনা হামাগুড়ি দিচ্ছে মাটিতে। তখনো এ গ্রামে বিদ্যুৎ আসেনি। আঁধার হলে আলো দিত হারিকেন আর জোনাকি। খোলা জানালার কাছে পিঠ জুড়ে কৃষ্ণ কেশগুচ্ছ মেলে বসে আছে কানন। চোখে তার শত-সহস্র বছরের বৈরাগ্য। শুকনো, চৌচির পুকুরের মতন। লতার মতন অঙ্গ খসে লাল টুকটুকে শাড়ির আঁচল মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। ঘর জুড়ে কেবল জোছনা আর জোনাকির আলো। কেউ হারিকেনটুকু জ্বালিয়ে দেওয়ার প্রয়োজনবোধ করেনি।

কুমুদ মন্থর পায়ে ঘরটিতে এলো। প্রথম দেখায় নারীর এই প্রতিচ্ছবি তার বুকে কিঞ্চিৎ কামড় দিতে বাধ্য করল। তার পা থেমে গিয়েছিল আপনাআপনি। যখন ঠাহর করতে পারল তখন বুকে থুথু দিলো। সামান্য রাগও হলো নতুন বউয়ের প্রতি। সে রাগ থেকেই তার কণ্ঠস্বর একটু তিল পরিমাণ উঁচুতে উঠল, "এ কেমন সাজ তোমার? মনে হচ্ছে যেন কোনো ভূত-প্রেত বসে আছে!"

হাজারও জল্পনা-কল্পনায় মগ্ন থাকা কাননও হঠাৎ কণ্ঠে চমকে উঠল। কেঁপে উঠল তার দেহখানি। টানা টানা আঁখি দুটো ঘুরিয়ে চাইল কুমুদের দিকে। তারপর আবার চোখ নামিয়ে নিল সে। অপরাধী কণ্ঠে জবাব দিলো, "আমার না রাইতের আকাশ দেখতে ম্যালা ভালা লাগে!"

মেয়েটার সহজ-সরল স্বীকারোক্তিতে মন গলল কুমুদের। কণ্ঠ নরম হলো, "তাই বলে এভাবে বসে থাকবে? গ্রামে কত ধরনের জিনিস আছে!"

"আমার কিছু হয় না গো। আমাগো বাইত থাকতেও আমি রাইত হইলে উডানে বইয়া আসমান দেখতাম। আন্ধার আসমানে আমার এত শান্তি আছিল!"

"তোমাদের বাড়ি কী সদরে?"

কুমুদের প্রশ্নে কাননের হাসি মেটে বর্ণ হলো। মুখটুকু অন্ধকার হয়ে গেল নিমিষেই। মাথা নাড়িয়ে জবাব দিলো, "না।"